তারিখ: ২৪/০৮/২০২০

বরাবর,

মাননীয় মুফতি সাহেব

মারকাযুদ্ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।

বিষয়: এতাআতিদের (সাদপন্থী) ব্যাপারে মসজিদ কমিটির করণীয় প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা মির্জা মান্না দেউড়ি জামে মসজিদ পরিচালনার কমিটির সদস্যবৃন্দ। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় আমাদের মসজিদেও দাওয়াত ও তাবলীগের নামে সাদপন্থীরা তাদের গোমরাহি পূর্ণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মুসল্লিদের অনেককেই তারা তাদের মতবাদ এর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায়, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ হিসেবে তাদের উক্ত কার্যক্রমের ব্যাপারে আমাদের করণীয় প্রসঙ্গে আপনাদের ফতোয়া বিভাগ থেকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান চাচ্ছি।

অতএব, মুফতি সাহেব হুজুরের নিকট আমাদের দরখাস্ত এই যে, এই ব্যাপারে শরয়ী দিকনির্দেশনা দানে বাধিত করবেন।

নিবেদক

মসজিদ পরিচালনা কমিটি

মির্জা মান্না দেউড়ি জামে মসজিদ

হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের যে অংশ সা'দপন্থী হিসেবে প্রসিদ্ধ, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের অনেকগুলো মৌলিক সমস্যা রয়েছে। যেমন–

মাওলানা সা'দ কান্ধলবী, যাকে তারা আমীর মানেন এবং যার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে চলেন, তার অনেক ফিকির ও চিন্তাধারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও মানহাজের স্পষ্ট খেলাফ। যা তার বয়ানগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর ধারা এখনো চলমান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানহাজের খেলাফ ভ্রান্তিপূর্ণ ও দ্বীন-শরীয়তের বিকৃতিমূলক তার এ সমস্ত কথা-বার্তা উলামায়ে উম্মত চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এটি উলামায়ে কেরামের দ্বীনী দায়িত্বেরই অংশ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

'(পূর্বসূরীদের কাছ থেকে) এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য উত্তরসূরীগণ। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।' –আততামহীদ, ইবনে আবদুল বার (মুকাদ্দিমা) ১/৫৮-৫৯; শরহু মুশকিলিল আছার, তাহাবী, হাদীস ৩৮৮৪

এই দ্বীনী দায়িত্ব থেকে উলামায়ে উম্মত এ বিষয়ে হক্ব-বাতিল স্পষ্ট করে দিয়েছেন অনেক আগেই। বিভিন্ন মাহফিল ও লিখনীর মাধ্যমে মাওলানা সা'দ কান্ধলবীর গোমরাহীপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁরা মুসলমানদের অবগত করেছেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য 'প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা' থেকে প্রকাশিত 'তাবলীগ জামাত: বর্তমান পরিস্থিতি ও উত্তরণের উপায়' নামক বইটি পড়া যেতে পারে)

এত কিছুর পরও সা'দপন্থীগণ হক্বকে প্রত্যাখ্যান করে চলছেন। তারা হক্বের খেলাফ মাওলানা সা'দের সমস্ত ভ্রান্তি ও শরীয়তবিরোধী কথা-বার্তা ও চিন্তা-চেতনাকেই সহীহ মনে করেন: বরং নিজেরাও এ সব চিন্তা-চেতনা পোষণ করেন এবং সাথীদের মাঝে এসব শরীয়তবিরোধী কথা-বার্তা ও চিন্তা-চেতনা নিজেদের আদর্শ হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। সুতরাং তাদের দ্বারা দ্বীনের উপকার থেকে ক্ষতিই যে বেশি হচ্ছে এবং উম্মতের মাঝে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেলাফ ভুল দাওয়াতই প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং হচ্ছে তা তো স্পষ্ট।

এই জামাতের বড় আরেকটি সমস্যা হল, এটি উলামায়ে কেরাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি জামাত। উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদেরকে আস্থাহীন করতে তারা তৎপর থাকে। যার ফলে এই জামাতে দ্বীনের সহীহ ইলমের রাহবারী নেই। অথচ তাবলীগ জামাতের ছয় উসূলের তৃতীয়টি হল, 'ইলম ও যিকির'। যা এই ছয় উসূলের প্রাণ ও জামাতের ভিত্তি স্বরূপ। কেননা কোন দ্বীনী জামাত, যারা দ্বীন প্রচারের কাজ করবে তারা যদি নিজেরাই মৌলিক দ্বীনী ইলম অর্জনে যত্নবান না হয় এবং জীবন চলার পথে ইলমকে 'মুকতাদা' তথা পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ না করে সে জামাত কখনো সহীহ পথ ও সিরাতে মুসতাকীমে থাকতে পারে না। এমন জামাত দ্বারা দ্বীন প্রচারের চেয়ে দ্বীনের নামে ভুল শিক্ষা ও গোমরাহীর প্রচারই হবে বেশি।

বিগত কয়েক বছরে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সা'দপন্থী হিসেবে পরিচিত তাবলীগ জামাতটির একটি

চলমান পাতা- ৩

প্রধান কাজ হল উলামা বিদ্বেষ। তারা উলামায়ে কেরামের দিক নির্দেশনা মানে না বিষয়টি শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের অনেকেই রীতিমত আলেমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ও প্রচারেও লিপ্ত থাকে। যা তাদের যবানে তো প্রকাশ পায়ই, বিভিন্ন সময় তাদের হাত দ্বারাও প্রকাশ পেয়েছে। যার বড় বড় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সবার সামনেই বিদ্যমান। অথচ হাদীস শরীফে মুসলমানের পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলমান হল ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১০) আর উলামায়ে কেরামের বিষয়টি তো আরো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস। দ্বীন ও ইলমের ধারক-বাহক ও হেফাযতকারী। তাবলীগ জামাতেও শেখানো হয় যে, 'আলেমগণ দ্বীনের বড়'। আর কুরআনে কারীমের ধারক বাহক আলেমগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে হাদীস শরীফে আল্লাহ তাআলাকে সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (সুনানে আবুদাউদ, হাদীস ৪৮৪৩) আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا.

অর্থাৎ যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের দয়া করে না এবং আলেমের (হক) অনুধাবন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ১৩২৮: মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৭৫৫

আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَبِعًا، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَامِسِ فَتَهْلِكَ.

'তুমি 'আলেম' হও, অথবা 'মুতাআল্লিম' (ইলম অর্জনকারী), অথবা (ইলম ও আহলে ইলমের) মহব্বতকারী, অথবা (ইলম ও আহলে ইলমের) অনুসরণকারী। এর বাইরে পঞ্চম শ্রেণীর হয়ো না। নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।' –আলমাদখাল ইলা কিতাবিস সুনান, বাইহাকী, বর্ণনা ১৪৯৪: জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, বর্ণনা ১৪২

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. [৪৬৩ হি.] বলেন–

الْخَامِسَةُ الَّتِي فِيهَا الْهَلَاكُ مُعَادَاةُ الْعُلَمَاءِ وَبُغْضُهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَوْ قَارَبَ ذَلِكَ وَفِيهِ الْهَلَاكُ.

'পঞ্চম অবস্থা, যাতে ধ্বংস রয়েছে সেটি হল– আলেমগণের শত্রুতা ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ। আর যারা আলেমগণকে মহব্বত করে না তারাও উলামা বিদ্বেষে লিপ্ত বা এর কাছাকাছি এবং তাতেও ধ্বংস রয়েছে।' –জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ১/৩৬

অতএব যারা আলেমগণের নির্দেশনা ও অভিমতকে উপেক্ষাই করে না কেবল: বরং রীতিমত তাঁদেরকে বর্জন করে উল্টো তাদের প্রতি বিভিন্নভাবে যুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত তারা দ্বীনের সহীহ পথ ও পন্থার উপর থাকতে পারে কীভাবে?!

আর তারা বাহ্যিকভাবে তাবলীগের ছয় নম্বরের ভিত্তিতে দাওয়াতের কাজ করার কথা বললেও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ছয় নম্বরে পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াতও যুক্ত থাকে। এভাবে তাদের কার্জক্রম চলতে থাকলে উম্মতের মাঝে বিভিন্ন ধরনের গোমরাহী আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

চলমান পাতা- ৪

অতএব মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ এবং মসজিদসমূহের কমিটি বা ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিগণকে এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ স্মরণ করা দরকার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

'আর তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করবে সৎকাজ ও পরহেযগারীতে। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করবে না।' (সূরা মায়েদা (৫) : ২)

এই আয়াতের উপর আমল করতঃ মসজিদ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের ঈমানী দায়িত্ব, যে জামাতে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলো নেই তাদের দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করা এবং মাওলানা সা'দ কান্ধলবীর গোমরাহীর বিষয়গুলো সামনে আসার পরও হক্বকে প্রত্যাখ্যান করে দ্বীন ও শরীয়তবিরোধী পূর্বোক্ত চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত প্রশ্নোক্ত জামাতের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি না দেওয়া।

মনে রাখতে হবে, মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর। মুসলমানদের ইবাদতের স্থান। এই পবিত্র স্থানকে ইবাদতকারীদের জন্য সকল রকম ফিতনা-ফাসাদ এবং গলদ দাওয়াত ও গলদ পদ্ধতির দাওয়াত থেকে পবিত্র রাখা সকল মুসলমানের উপর এবং বিশেষভাবে মসজিদ কমিটির দ্বীনী দায়িত্ব। তবে এসব কিছু করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে বোঝা পড়ার মাধ্যমে। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়ে। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা।

• أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم ١٠٠ : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».

• وأخرج الإمام أبو داود في سننه برقم ٤٨٤٣ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا عبد الله بن حمران، أخبرنا عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط».

وفي «مرقاة المفاتيح» ٨/٣١١٤ : (وحامل القرآن) أي: وإكرام قارئه وحافظه ومفسره.

• وأخرج الإمام الترمذي في سننه برقم ٢٦٨٢ : حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير، قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا، قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء

চলমান পাতা- ৫

ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر».

• وأخرج الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» برقم ٤٢١ : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٤/٨ : رواه أحمد والطبراني، وإسناده حسن.

• وأخرج البيهقي في «المدخل إلى كتاب السنن» برقم ١٤٩٤ : وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الضحاك، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن حميد، عن الحسن: أن أبا الدرداء قال: كن عالمًا أو متعلمًا أو محبًا أو متبعًا، ولا تكن مِنَ الخامس فتهلك.

وقال الإمام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٤٨/١ : الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك، والله أعلم.

• وفي «المجموع شرح المهذب» للنووي (المقدمة) ٢٤/١ : وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون.

•••

• وفي موطأ إمام مالك برقم ٦٠٢ : مالك؛ أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة.

• قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٥٥/٥ : وقوله صلى الله عليه وسلم «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

• وقال في كتاب «الأذكار» ص٣٢ : وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عمّا يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأموراً به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القولُ به في المسجد صيانةً له وإعظاماً وإجلالاً واحتراماً.

• وفي «المدخل» لابن الحاج ٢٠٤/٢ : فصل في ذكر بعض البدع التي أحدثت في المسجد والأمر بتغييرها قال الرسول ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الإمام والمؤذن والقيم إلى غير ذلك ممن له التصرف. ... فإذا تقرر أن المسجد من رعية الإمام فيحتاج أن يتفقده، فما كان فيه على منهاج السلف الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف إن قدر على ذلك كما تقدم من فعله ﷺ في النخامة.

চলমান পাতা- ৬

•وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢١ : ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه.

• وفي إمداد المفتين للمفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى ص ٢٧٢ : کوئی غیر مقلد اگر حنفیوں کی مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرے جس سے فساد کا اندیشہ ہو خواہ وہ جہر آمین ہو یا کوئی دوسرا فعل، اس صورت میں اہل محلہ حنفیوں کو حق ہے کہ اس کو اپنی مسجد میں آنے سے روک دیں، لما في الأشباه والنظائر من أحكام المسجد: ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه، وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه.

•••

• وفي «المحيط البرهاني» ٧/٤٢٠-٤٢١: ومن أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر ... وإذا خاصم فقيها في حادثة وبين الفقيه له وجها شرعيا فقال ذلك المخاصم: اين دانشمندي بود، أو قال: دانشمندي مكن كه بيش نرود يخاف عليه الكفر. ... رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها، وقال: چه بار نامه فتوى آورده قيل يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم يقل شيئا، لكن ألقى الفتوى على الأرض، وقال اين چه شرع است كفر. ... رجل قال لخصمه: اذهب معي إلى الشرع، أو قال بالفارسية: بامن بشرع رو، وقال خصمه: بياده ببارتا بروم بي جبر نروم يكفر؛ لأنه عاند الشرع.

• وفي «الفتاوى الهندية» ٢/٢٧١ : وإذا خاصم فقيها في حادثة وبين الفقيه له وجها شرعيا، فقال ذلك المخاصم: اين دانشمندي مكن كه بيش نرود (لا تفعل هذه العالمية فإنها لا تنفع) يخاف عليه الكفر.

• وفي «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ٢/٢٠٢ : قوله: الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر لما تقرر من أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق. قال في البزازية: الاستخفاف بالعلماء كفر، لكونه استخفافا بالعلم، والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا خيار عباده ليدلوا خلقه على شرعه نيابة عن رسوله، فاستخفافه بهذا يعلم إلى من يعود. قال بعض الفضلاء: فيقيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز، أو من حيث الآدمية ليس بكفر.

راجع أيضاً: «الذخيرة البرهانية» ٧/١٢٤؛ و«خلاصة الفتاوى» ٤/٣٨٨؛ و«الفتاوى البزازية» (ضمن الفتاوى الهندية) ٦/٣٣٦؛ و«البحر الرائق» ٥/١٢٢-١٢٣. والله تعالى أعلم

الجواب صحيح

وكتبه

দারুল ইফতা

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

৩০/১২ পল্লবী, ঢাকা- ১২১৬

১০-০১-১৪৪২ হি.: ৩০-০৮-২০২০ ঈ.

১৪৪২।১৪

دار الافتاء

داكا بنغلاديش